প্রযুক্তিঃ পিয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনামরিচের গুড়ার মাধ্যমে কাঠবিড়াল দমন

কাঠবিড়াল একটি গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্টকারী মেরুদন্ডী প্রাণী। কাঠবিড়াল ইঁদুর গোত্রীয় দিবাচর প্রাণী। পৃথিবীতে অনেক প্রজাতির কাঠবিড়াল পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাঠবিড়ালের উপদ্রব দেখা যায়। সাধারনত দুই প্রজাতীর কাঠড়িাল বেশী দেখা যায়। বাদামী ও ডোরাকাটা কাঠবিড়ালী ।

কাঠবিড়াল সাধারণত নারিকেল, সুপারী, কুল, পেয়ারা, কাঁঠাল, আনারস, সহ সব ধরনের ফলমুল, গাছের কুড়ি, শাকসবজি এবং গুদামজাত শস্যের ক্ষতি করে। এছাড়াও মাঠের পাকা ধান, মটরশুটি, ভূট্টা, আখ ইত্যাদি ফসল ও নষ্ট করে। তাই এদের দমন করা অত্যন্ত জরুরী। যেহেতু বণ্য প্রণী সংরক্ষন আইন অনুযায়ী কাঠবিড়ালী মেরে দমন করা দন্ডনীয় অপরাধ, তাই তাদেরকে শুধু বিতারনের মাধ্যমে দমন করতে হবে।

পিয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচগুড়া এর মিশ্রন স্প্রের মাধ্যমে সবজি, ফল এবং মাঠের অন্যান্য ফসল থেকে কাঠবিড়ালী সফলভাবে ৪ থেকে ৫ দিন অবধি বিতারন সম্ভব। এটি একটি সহজ পদ্ধতি, কৃষক ভাই ও বোনেরা খুব সহজে নিজ বাড়ীতে এই মিশ্রনটি তৈরী করে তাদের মাঠের কাঠবিড়ালী বিতারন করতে পারবেন।

মিশ্রন তৈরীর পদ্ধতি:
প্রথমে, ৫০ গ্রাম পিয়াজ, ১০ গ্রাম কাঁচামরিচ এবং ১০ গ্রাম শুকনা মরিচগুড়া মেপে নিতে হবে। এরপর পিয়াজগুলো ছিলে নিতে হবে। তারপর পিয়াজ ও কাঁচামরিচ চাকু দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। এরপর একটি সসপেনে ২ লিটার পানির মধ্যে পিয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচগুড়া নিয়ে মিশ্রনটি চুলায় ৩০ মিনিট ফুটাতে হবে। মিশ্রনটি ঠান্ডা হলে, তা একটি পাত্রে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর ছেঁকে নেওয়া মিশ্রনটি স্প্রে মেশিনে ঢেলে নিতে হবে। ফল গাছের সংখ্যা ও জমির পরিমান অনুযায়ী সঠিক পরিমান মিশ্রন তেরী করে নিতে হবে।

স্প্রে পদ্ধতি:
ফল গাছে ফুটপাম্প স্প্রে মেশিন এবং ফসলের মাঠের জন্য ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে গাছের ক্যানোপি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে ৪ থেকে ৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

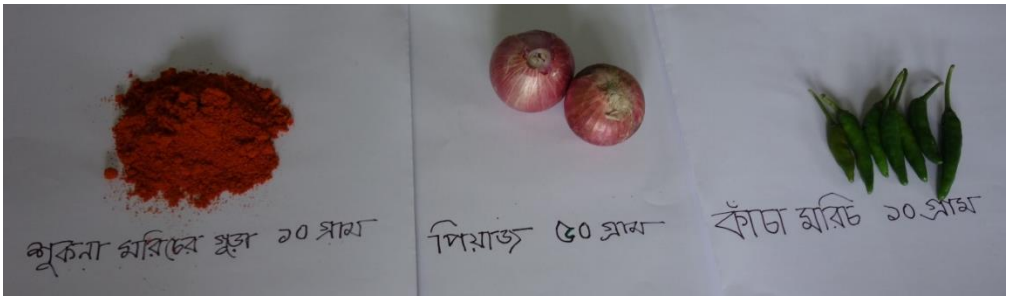

সঠিক পরিমান পিয়াজ, কাঁচা মরিচ, এবং শুকনা মরিচের গুড়া মেপে নেওয়া

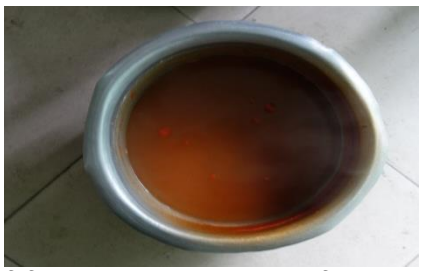

ফুটানো মিশ্রন (৩০ মিনিট)

ফুটানো মিশ্রন স্প্রে মেশিনে ছেঁকে নেওয়া